# বেতার কথিকা

**আসসালামু আলাইকুম,**

আজ ২৩ মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে আবহাওয়া ও জলবায়ুর তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান, আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮৭৩ সালে International Meteorological Organization (IMO) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের ২৩ মার্চ IMO বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Meteorological Organization) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সারা বিশ্বে আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানি বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সম্যক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে জনসচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিশ্ব আবহাওয়া দিবস পালিত হয়ে আসছে।

অন্যান্য বছরের মত এ বছরও বাংলাদেশসহ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মোট ১৯৩ টি সদস্য দেশ ও অঞ্চলে একযোগে বিশ্ব আবহাওয়া দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কাজে সফলতা লাভের জন্য বিশ্ববাসীর সহযোগিতা, সচেনতা এবং গঠনমূলক ভূমিকা একান্ত অপরিহার্য। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ বছরে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল-"The Future of Weather, Climate and Water across Generations" (প্রজন্মব্যাপী আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির প্রভাব)। এ প্রতিপাদ্যের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্ব অনুধাবন।

**সুপ্রিয় শ্রোতা,**

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, কৃষি, নগর পরিকল্পনা, জরুরী সেবা প্রতিটি ক্ষেত্রে আবহাওয়া পূর্বাভাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আবহাওয়া এবং জলবায়ু পূর্বাভাস তথ্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ উন্নয়নের ফলে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন- হাই পারফরমেন্স কম্পিউটার, স্যাটেলাইট এবং রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি, স্মার্ট মোবাইল ডিভাইস দ্বারা এই পরিষেবাগুলো প্রজন্মে বিপ্লব ঘটিয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানি সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসমূহে দ্রুত ও কম খরচে পৌঁছে যাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও অধিক দক্ষতার সাথে আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানি সম্পর্কিত দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান করেছে, যা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে বেগবান করছে। বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া পূর্বাভাসের জন্য বর্তমানে সারাদেশে ৬১টি প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, ১৯টি কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার হতে দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই পর্যবেক্ষণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে সম্মিলিত আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া অবকাঠামো, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং অপারেশন এগুলো নতুন প্রজন্মের আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিষেবাগুলোকে সহজতর করবে। যা ঝুকি হ্রাস ও ক্ষতি কমাতে এবং সঠিক সময় ও স্থানভিত্তিক নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস প্রদানে ভবিষ্যতে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

**সুপ্রিয় শ্রোতা,**

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিবেশের ভারসাম্যের অবনতির কারণে ভবিষ্যতের পানির নিরাপত্তা শংকা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সমগ্র পানি চক্রের পরিণতিসহ বৃষ্টিপাতের ধরণগুলিকে বদলে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমাদের জনগণ এবং ভবিষৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য জরুরি ও ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

**সুপ্রিয় শ্রোতা,**

স্মার্ট শহর, পরিবেশ সুরক্ষা, স্থিতিস্থাপক অর্থনীতি গড়ে তোলা বিশ্বকে এসডিজি অর্জনে সহায়তা করার একটি পথ। জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে আমাদের আবহাওয়া ও পানি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে তা বুঝার জন্য তথ্য/ উপাত্তের প্রয়োজন। স্মার্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য/উপাত্তের গুরুত্ব অপরিসীম। সে লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধকরণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের নেটওয়ার্ক স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান পানি সংকটের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। বিশ্বের কিছু অংশে সেচ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে।

**সুপ্রিয় শ্রোতা,**

অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা-খরা, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, টর্ণেডোর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে এদেশের মানুষের বসবাস। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা দুর্যোগকে থামিয়ে দেয়া অসম্ভব। তবে সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়ার সঠিক ও সময়োপযোগী পূর্বাভাস এবং আগাম পদক্ষেপের কারণে বিভিন্ন দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষতির পরিমান প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীগণ কৃষকদের জন্য কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা ধরে রাখতে প্রত্যক্ষভাবে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আবহাওয়া বিষয়ক হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া নদী ও সমুদ্র বিষয়ক পূর্বাভাস, নিরাপদ বিমান চলাচলে বৈমানিকদের জন্য আলাদাভাবে নিয়মিত আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রদান করা হয়ে থাকে।

**সুপ্রিয় শ্রোতা,**

আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির উপর বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যাবলি আজ ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। আশা করি, আজকের এ দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মাঝে আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠবে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সে সাথে দুর্যোগ মোকাবিলায় অধিক হারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সকলের সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং নিরাপদ জীবন প্রত্যাশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ, জয়বাংলা।